তারিখ 06 MAR 2016
পৃষ্ঠা 22 কলাম 2

সংবাদ

দু'দিনের সফরে ইউজিসি চেয়ারম্যান ক্যাম্পাসে

বেরোবিতে তোলপাড় : অপকর্ম ঢাকতে নানামুখী তৎপরতা

তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ না করার জন্য কর্মচারীদের চাপ

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার বিষয়ে তদন্ত করতে দু'দিনের সফরে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। সার্বিক বিষয় নিয়ে আজ রোববার বিকেল ৩টায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এদিকে নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নানামুখী তৎপরতা শুরু করেছে সংশ্লিষ্ঠরা। তবে অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে যেন কেউ কথা বলতে না পারে সেই বিষয়ে উঠে পড়ে লেগেছে স্বয়ং উপাচার্য অধ্যাপক ড, নুর উন নবী। কর্মকর্তা কর্মচারীদের ডেকে এনে গত দুদিন ধরে লিখিত নেয়া হয়েছে তারা কোন অভিযোগ করেনি। যারা স্বাক্ষর করতে রাজি হয়নি তাদের নানানভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, অনিয়ম করে উপাচার্য নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, কয়েকটি অনুষদের ডিন ও বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ ১৭টি একাই থাকার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে তিনি তড়িঘড়ি করে তিনটি বিভাগে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ ইব্রাহীম কবীর গত বুধবার স্বাক্ষরিত গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুর রাকিব এবং ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমানকে প্রধান নিয়োগ সংক্রান্ত এক চিঠির মাধ্যমে বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানানো হয়।

এছাড়াও অব্যবস্থাপনার দায় এড়াতে গত বৃহস্পতিবার দুই বছর আগের নির্মিত এখন পর্যন্ত চালু না হওয়া মসজিদ সংস্কারের জন্য মসজিদের সামনে বেশকয়েক ট্রলি মাটি এনে রেখেছেন। মুলত তদন্ত কমিটিকে বোঝানো নির্মাণ কাজ শেষ হলেও মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজ শেষ না হওয়ায় মসজিদটি নামাজ আদায় করার জন্য খুলে দেয়া হয়নি। তবে এসব কর্মকাণ্ড শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিষয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে শনিবার দু'দিনের সফরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থেকে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠানো চিঠির মাধ্যমে এ বিষয়টি জানানো হয়। তবে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উপস্থিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে রেজিস্ট্রারকে উক্ত চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করা হলেও প্রথমে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। রেজিস্ট্রার দপ্তর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি চিঠিটি পেলেও গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিষয়টি অবগতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাউকে জানায়নি।

ইউজিসি প্রেরিত ওই চিঠি শিক্ষক সমিতির কাছে আসলে পুরো বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। এ সংক্রান্ত খবর গত বৃহস্পতিবার দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হলে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সেই দিন সকাল থেকেই দফায় দফায় শিক্ষক সমিতি, এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কয়েকটি গ্রুপ প্রকাশ্যে ও গোপনে বৈঠকে করে। চেয়ারম্যানের কাছে বিশ্ববিদ্যালযের নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কোন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে সে বিষয়ে সরগম হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস।

শহীদ মিনারকে জঙ্গলমুক্ত করলো শিক্ষার্থীরা

যে সময় বর্তমান প্রশাসনের নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার সরেজমিনে তদন্ত করতে দুই দিনের সফরে রংপুর ইউজিসির চেয়ারম্যান আসার খবরে তোলপাড় চলছে ঠিক তখনই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অব্যবস্থাপনাকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে অপরিচ্ছন্ন শহীদ মিনার পরিষ্কার করল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে একদল শিক্ষার্থী জঙ্গলে ঢেকে যাওয়া শহীদ মিনার পরিষ্কার করে।

দীর্ঘদিন যাবৎ কোন সংস্কার না করায় শহীদ মিনারের বামপাশে সৃষ্টি হওয়া ঝোপ আচ্ছন্ন করেছিল গোটা শহীদ মিনার। ভাষার মাসেও শহীদ মিনার সংস্কার বা পরিষ্কার করেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এমনকি ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসেও পরিচ্ছন্ন করে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানায়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এনিয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদে অপরিচ্ছন্ন মিনারের ছবি সহ খবর প্রকাশ করা হয়। শহীদ মিনার পরিচ্ছন্ন না করে উল্টো অর্ধনির্মিত স্বাধীনতা স্মারকে শ্রদ্ধা জানালে সর্বত্রই শুরু হয় সমালোচনা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারীদের কয়েকজন সংবাদকে জানান শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি যেসব অভিযোগের তদন্ত করতে ইউজিসির চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দিয়েছেন পুরো বিষয় নিরপেক্ষ তদন্ত করলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। তবে এ সব বিষয় নিয়ে রেজিস্ট্রার কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। একইভাবে উপাচার্যকে ফোনে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি।